কালের কণ্ঠ

তারিখ : 17. JUL. 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ফেসবুকে প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের ছয় হোতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ফেসবুকের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস, উত্তরপত্র জালিয়াতি চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা হলো মূল পরিকল্পনাকারী রায়হান চৌধুরী ওরফে ড্যান ব্রাউন, রাহুল মিয়া, রায়হান মিয়া, আরেফিন রাব্বি, অভি আব্দুল্লাহ ও ডেমরার গোলাম মোস্তফা মডেল কলেজের ম্যানেজিং কমিটির অন্যতম সদস্য এবং পরিচালনা বোর্ডের সহকারী পরিচালক আব্দুল মজিদ। তাদের মধ্যে রায়হান চৌধুরী প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের হোতা বলে দাবি ডিবির। সে ড্যান ব্রাউন ছদ্মনামে অ্যাকাউন্ট খুলে ফেসবুকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতারণার ফাঁদ পাততো। গত বুধবার রাতে রাজধানীর ডেমরা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিবির সাইবার অপরাধ টিম বেশ কয়েক দিন ধরে তৎপরতা চালিয়ে ওই চক্রের সন্ধান পায়। এই সময় তাদের কাছ থেকে দুটি সিপিইউ, একটি ট্যাব, একটি ল্যাপটপ, ৯টি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোবাইল সেট, পরীক্ষার উত্তরপত্র, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও বিকাশ অ্যাকাউন্টের হিসাব রাখার জন্য চারটি ডায়েরি, রেজিস্টার খাতা উদ্ধার করা হয়।

ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ডিবির যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম বলেন, প্রতারণার শিকার ১৫ জন শিক্ষার্থীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এই চক্রের সন্ধান মেলে। রায়হান চৌধুরী প্রশ্ন দেওয়ার কথা বলে শিক্ষার্থীপ্রতি ১০-২০ হাজার টাকা করে নিয়েছে। তদন্তে অর্থ লেনদেনের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তিনি বলেন, চক্রটি চলতি বছর ও এর আগের বছরগুলোতে প্রশ্ন ফাঁস করেছে বলেও তথ্য রয়েছে।

ডিবির উপপুলিশ কমিশনার (উত্তর) শেখ নাজমুল আলম জানান, গত এইচএসসি পরীক্ষার সময় ডেমরার গোলাম মোস্তফা মডেল কলেজের অধ্যক্ষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকরা গণিত, রসায়ন পরীক্ষার দিন ভল্ট থেকে খুলে ওই কলেজের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের হলরুমে একত্রিত করে প্রশ্নপত্রের সমাধান করত। তখন আব্দুল মজিদ প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রায়হানকে সরবরাহ করত। রায়হান আগ্রহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাৎক্ষণিকভাবে তা বিকাশের মাধ্যমে টাকা নিয়ে সরবরাহ করত। পরে তাদের মধ্যে প্রশ্নপত্র বিলি করা হতো। আর সব করা হতো ফেসবুকের মাধ্যমে। এভাবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিত তারা। তারা উত্তরপত্র টেম্পারিং করার কথা বলেও ফেসবুকের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করত ও মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিত।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডিবির উপকমিশনার শেখ নাজমুল আলম, সাজ্জাদুর রহমান, মাহবুব আলম, মাশরুকুর রহমান, মুনতাসিরুল ইসলাম প্রমুখ।